# বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর অধীন
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ৬১/ ২০২১

# বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর অধীন
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ৬১/ ২০২১

# সূচিপত্র


| প্রথম অংশ | | |
|---|---|---|
| **ক্রমিক নম্বর** | **বিবরণ** | **পৃষ্ঠা নম্বর** |
| ১ | মুখবন্ধ | vii |
| অধ্যায়-১ | | |
| ২ | অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী | ৩ |
| ৩ | নির্বাহী সারসংক্ষেপ | ৯ |
| ৪ | শব্দ সংক্ষেপ | ১১ |
| অধ্যায়-২ | | |
| ৫ | অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ | ১৫ |
| ৬ | অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ | ১৭ |

# প্রথম অংশ

# মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৬টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত অফিস প্রধানসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও এই রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

......................বঙ্গাব্দ
তারিখ: ......................।
2/9/2022 খ্রিষ্টাব্দ

# অধ্যায়-১

# অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

## রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য:

এই রিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাবের ওপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

## অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

### প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এসআরও নম্বর-৬২/আইন/২০১৭, তারিখ ১৬/০৩/২০১৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন স্বাস্থ্য সেবা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নামে দু'টি বিভাগ গঠিত হয়। সকল জনগণের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ দায়িত্বপ্রাপ্ত। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন ৪২টি লক্ষ্য বাস্তবায়নের কর্মসূচী রয়েছে। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ, বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ, সিভিল সার্জন অফিসসমূহ, জেনারেল হাসপাতাল ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহ ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ স্বাস্থ্য সেবা খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- ## প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম:

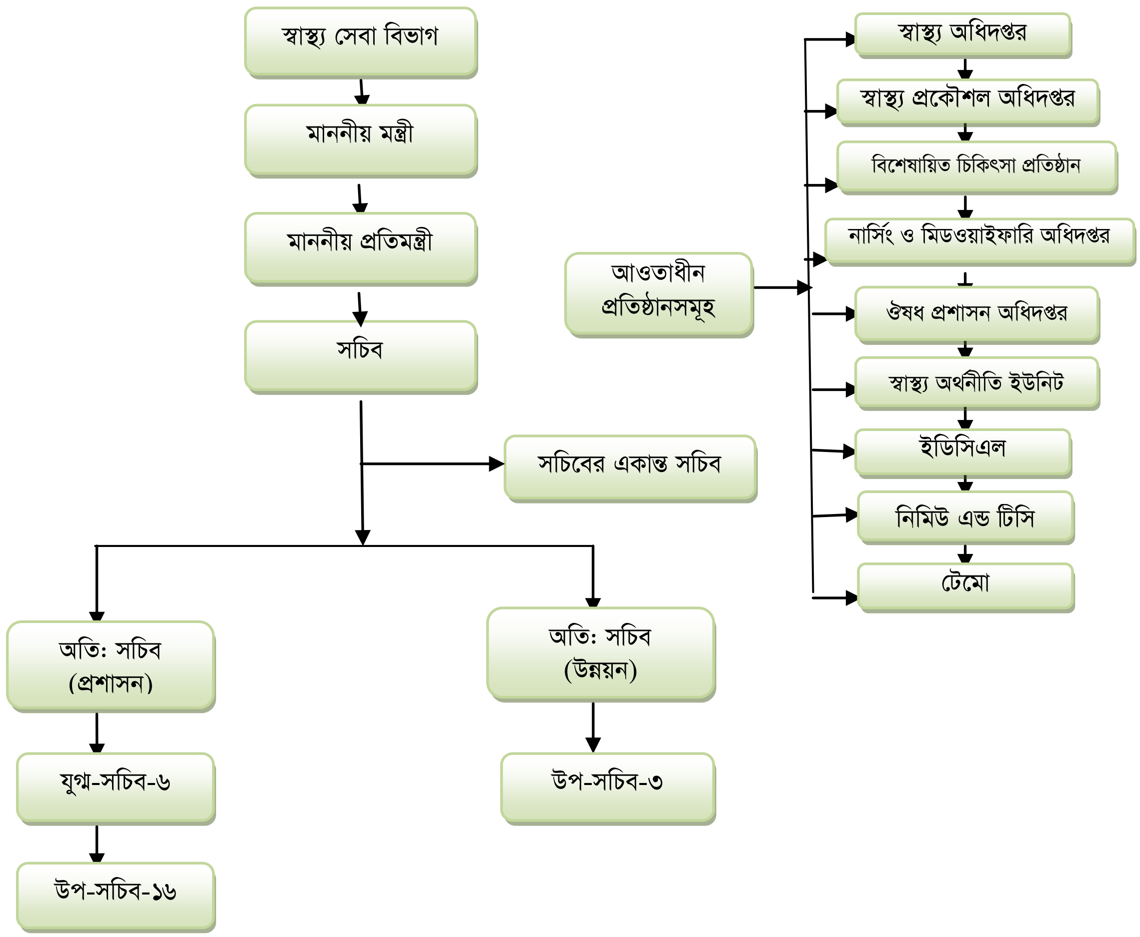


| জনবল (কর্মকর্তা) | |
|---|---|
| ১. সচিব-১ | ১১. উপ-পরিচালক-২ |
| ২. অতি: সচিব-২ | ১২. সহ: পরিচালক-৩ |
| ৩. যুগ্ম-সচিব-৬ | ১৩. লাইব্রেরিয়ান-১ |
| ৪. যুগ্ম প্রধান-১ | ১৪. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-১ |
| ৫. উপ-সচিব-১৬ | ১৫. সিনি: সিস্টেম এনালিষ্ট-১ |
| ৬. উপ-প্রধান-১ | ১৬. সিনি: প্রোগ্রামার – ১ |
| ৭. সচিবের একান্ত সচিব-১ | ১৭. প্রোগ্রামার – ১ |
| ৮. সিনি/সহ: সচিব-৭৩ | ১৮. সহ: প্রোগ্রামার – ২ |
| ৯. সিনি/সহ: প্রধান-১০ | ১৯. মেইনটেনেন্স ইঞ্জি:-১ |
| ১০. পরিচালক-১ | ২০. সহ: মেইনটেনেন্স ইঞ্জি:-১ |

| জনবল (কর্মচারী) | |
|---|---|
| ১. প্রশাসনিক কর্মকর্তা-৪২ | ১১. ক্যাটালগার- ১ |
| ২. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-৩০ | ১২. কম্পি: অপারেটর- ৮ |
| ৩. সহ: মুদ্রা: কাম কম্পি: অপা:-১২ | ১৩. ক্যাশ সরকার- ১ |
| ৪. অফিস সহ: কাম কম্পি: মুদ্রা:-৪৪ | ১৪. স্টেনো কাম কম্পি: অপা:- ১ |
| ৫. হিসাব রক্ষক-১ | ১৫. অফিস সহায়ক- ৬৯ |
| ৬. সহ: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-২ | |
| ৭. ক্যাশিয়ার-১ | মোট = ২২৫ |
| ৮. অডিট সুপার-৪ | |
| ৯. অডিটর- ৮ | |
| ১০. পরিসংখ্যান কর্মকর্তা-২ | |

## প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীঃ

- জাতি-ধর্ম-গোত্র-শ্রেণি-লিঙ্গ-প্রতিবন্ধী-ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ;
- সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ;
- সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সেবা, গ্রাহককেন্দ্রিক স্বাস্থ্য সেবার সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও বিস্তৃতকরণ, মানোন্নয়ন এবং বিদ্যমান সম্পদের প্রাধিকার পুনর্বন্টন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- স্বাস্থ্যের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম ও পুষ্টি কার্যক্রম এর সমন্বয় সাধন ; এবং
- রোগীদের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।

## প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator:

| নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ২০১৬-১৭ | | ২০১৭-১৮ | | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ |
| ১.শিশু মৃত্যুর হার (৫ বছরের নীচে) | ১, ৫ | প্রতি হাজার জীবিত জন্মে | ৪৩ | ৪৬ | ৪১.৫ | ৪১.৫ | ৪০ | ৩৮.৫ | ৩৭ |
| ২. মাতৃ মৃত্যুর হার | ১, ২, ৫ | প্রতি হাজার জীবিত জন্মে | ১.৪ | ১.৭৬ | ১.৩৭ | ১.৪ | ১.৩৫ | ১.৩০ | ১.২৫ |
| ৩. দক্ষ জন্মদান সহায়তাকারীর মাধ্যমে প্রসব | ১ | প্রতি একশত | ৪৭ | ৪২.১ | ৫০ | ৫০ | ৫৫ | ৬০ | ৬৫ |
| ৪.মোট প্রজনন হার (টিএফআর) | ২ | প্রতি মহিলা | ২.১৫ | ২.৩ | ২.১০ | ২.১ | ২.০৫ | ২.০৫ | ২.০ |
| ৫.শিশুদের অপুষ্টি (৫ বছরের নীচে) | ৫ | প্রতি একশত | ৩২ | ৩৬.১ | ৩০ | ৩০ | ২৮ | ২৬ | ১০০ |
| ৬. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর আওতা সম্প্রসারণ | ১ | শতকরা হার | ৮৪ | ৮২.৩ | ৮৭ | ৮৭ | ৯০ | ৯৩ | ১০০ |

## প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মঞ্জুরি ভিত্তিক বাজেট ও ব্যয়ের বিবরণী নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

| ক্রঃ নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | মোট বরাদ্দ | মোট ব্যয় |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১. | স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ৬০৮.৭৫ | ৩১৯.৩২ |
| ২. | স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা | ১০৪.০৭ | ৯৮.৩৮ |
| ৩. | ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ | ১২৫.৩৪ | ১১৯.৯৯ |
| ৪. | জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা | ৬৩.০৫ | ৫২.৩২ |
| ৫. | শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া | ৭৫.২৫ | ৭০.৭৬ |
| ৬. | শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল | ৮৮.৫৬ | ৮৩.৫৭ |
| ৭. | সিভিল সার্জন অফিস, খাগড়াছড়ি | ৬.৭০ | ৬৪.৪৫ |
| ৮. | শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা | ৮০.২২ | ৭৭.৫১ |
| ৯. | রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী | ১০২.৬৭ | ৮৫.৮৭ |
| ১০. | রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর | ১১২.২১ | ১০৫.৭০ |
| ১১. | ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা | ২৪.৭৮ | ২২.৬৭ |
| ১২. | এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর | ৪৭.৫৫ | ৪৭.৭২ |
| ১৩. | শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুর | ৩৩.৮৫ | ৩৫.৩৭ |
| ১৪. | কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা | ৫৫.৩৪ | ৫১.৬৬ |
| ১৫. | ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, নারায়নগঞ্জ | ৩১.১৯ | ২০.৮৮ |
| ১৬. | সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট | ১০৮.৭৫ | ৯৮.৪২ |
| ১৭. | ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা | ২২৬.৫৬ | ১৯৯.২৩ |
| ১৮. | চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম | ১০৮.৮১ | ১০১.৭৯ |
| ১৯. | খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা | ৩৯.৮৩ | ৩৮.৯১ |
| ২০. | সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাতক্ষীরা | ২৬.৮৪ | ১৯.৩১ |
| ২১. | শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, টাঙ্গাইল | ২২৬.৩৭ | ১৬.১২ |
| ২২. | কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, মানিকগঞ্জ | ২০০.৮৯ | ৬১.৩৪ |
| ২৩. | ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা | ১১.৬৭ | ৭.৮৯ |
| ২৪. | পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, পটুয়াখালী | ৪২.৬৭ | ৪০.০৯ |
| ২৫. | নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা | ২৬.২৮ | ১১.৬৪ |
| ২৬. | এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, সিরাজগঞ্জ | ৪১৬.৮০ | ৩১৫.৭২ |
| ২৭. | সিভিল সার্জন অফিস, সাতক্ষীরা | ৯.৭৩ | ৯.৪১ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৮. | জেনারেল হাসপাতাল, মুগদা | ৪৯.৪৫ | ৪৬.৬২ |
| ২৯. | জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা | ২০.১৮ | ১৭.২৪ |
| ৩০. | জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া | ২১.১৩ | ২০.১২ |
| ৩১. | সদর হাসপাতাল, হবিগঞ্জ | ১৩.৪৩ | ৯.৩৪ |
| ৩২. | জেনারেল হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ | ২৫.৮৮ | ১২.৬৫ |
| ৩৩. | ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, মৌলভীবাজার | ১৬.৫৭ | ১৩.৬৩ |
| ৩৪. | জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার | ২০.২০ | ১৯.৩৩ |
| ৩৫. | জেলা সদর হাসপাতাল, ফেনী | ১৫.৩২ | ১৩.২৬ |
| ৩৬. | জেলা সদর হাসপাতাল, ভোলা | ৭.২৯ | ৬.৭০ |
| ৩৭. | মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল, বগুড়া | ১৮.৯২ | ১৪.৭১ |
| ৩৮. | সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা | ১১.৯৫ | ১০.৪০ |
| ৩৯. | জেনারেল হাসপাতাল, বরগুনা | ৪.৯৫ | ৪.৬ |
| ৪০. | জেনারেল হাসপাতাল, বরিশাল | ৬.৩১ | ৫.২৩ |
| ৪১. | জেনারেল হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ | ২১.৯১ | ১৮.২৪ |
| ৪২. | সিভিল সার্জন অফিস, লক্ষ্মীপুর | ১১.৩২ | ১১.১০ |
| ৪৩. | সিভিল সার্জন অফিস, কুমিল্লা | ১৫.৭৮ | ১৪.৯৩ |
| ৪৪. | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হাতিয়া | ২.০৮ | ২.১৯ |
| | মোট = | ৩,২৮৭.৪০ | ২,৪১৬.৩৩ |

**অডিটের আইনগত ভিত্তি:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

## অডিটের পরিধি:

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নির্বাচিত অডিটি ইউনিটসমূহের মোট বরাদ্দ ছিল ৩,২৮৭.৪০ কোটি টাকা। নির্বাচিত অডিটি ইউনিটসমূহের বিপরীতে মোট ব্যয় হয়েছে ২,৩৫৮.৩৪ কোটি টাকা। এ ব্যয় বরাদ্দের ৭১.৭৪%।
- মূলত দুইটি উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত মঞ্জুরি ও বরাদ্দভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়, তা হল নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থবছরের নিয়মানুগ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও এর অধীন অফিসসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে সংঘটিত ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করা। প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব আয়সমূহ নিরীক্ষার আওতাভুক্ত।

## অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য:

### অডিটের বিষয়বস্তু:

- সকল প্রকার লেনদেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- Financial Rules and Regulations মোতাবেক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- পিপিএ, ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ অনুসরণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- Delegation of Financial Power অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- Table of Organization and Equipment (TO & E).
- এনবিআর কর্তৃক জারিকৃত আয়কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত আদেশ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- চার্টার অব ডিউটিস ।

### অডিট কৌশল:

প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধান সংগৃহীত তথ্যাবলীসমূহ হতে ঝুঁকি নির্ধারণসহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে অডিট পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং নিরীক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন সময় প্রয়োজনীয় Working Paper তৈরি/সংরক্ষণ করে পেশাগত দক্ষতা ও বিচক্ষণতায় নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গৃহীত পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ:

- সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও আলোচনা
- বাস্তব যাচাই
- ঘটনা সমীক্ষা
- কাজ সমীক্ষা
- তথ্য বিশ্লেষণ
- Judgemental Sampling

### অডিট সময়কাল:

নভেম্বর/২০১৯ খ্রি: থেকে মার্চ/২০২০ খ্রি:

# নির্বাহী সারসংক্ষেপ

স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর এর নিরীক্ষার আওতাধীন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

নিরীক্ষাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত: প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। উত্থাপিত অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ১৬টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ২৬৫,৮০,৪২,৯১৪.০০ (দুইশত পঁয়ষট্টি কোটি আশি লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয়শত চৌদ্দ) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৮.০৮৫%। এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- সরকারি অর্থ-ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে সরকারি অর্থের অপচয়।
- রাজস্ব প্রাপ্তিসহ অন্যান্য বিবিধ প্রাপ্তি সরকারি কোষাগারে জমা না করা।
- পিপিআরসহ সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- ক্রয়কৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতি/মালামাল ব্যবহার না করায় স্বাস্থ্য সেবা বিঘ্নিত হওয়া।
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত হার ও বাজার মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হতে উচ্চ মূল্যে এমএসআর ক্রয় করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটা এবং পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

# শব্দ সংক্ষেপ

| | |
|---|---|
| CMSD | Central Medical Stores Depot |
| CPTU | Central Procurement Technical Unit |
| DPM | Direct Procurement Method |
| EDCL | Essential Drugs Company Limited |
| GFR | General Financial Rules |
| ICU | Intensive Care Unit |
| IPH | Institute of Public Health |
| IV | Intravenous Cannulation |
| MRI | Magnetic Resonance Imaging |
| MRP | Maximum Retail Price |
| MSR | Medical and Surgical Requisites |
| OTM | Open Tendering Method |
| PCR | Polymerase Chain Reaction |
| PPA | Public Procurement Act |
| PPR | Public Procurement Rules |
| SR | Standard Rate |
| TEC | Tender Evaluation Committee |
| VAT | Value Added Tax |
| NEMEMW & TC | National Electro-Medical Equipment Maintenance workshop & Training Center |

# অধ্যায়-২

# অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

| অনু: নং | আপত্তির শিরোনাম | জড়িত টাকা |
|---|---|---|
| ০১ | বাজার মূল্য অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে এমএসআর মালামাল ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। | ১৫,৯১,৫৪,২৩৮.০০ |
| ০২ | বিভিন্ন সিভিল সার্জন কার্যালয়ে PPR, 2008 লঙ্ঘন করে একই ব্যক্তি কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়ন ও অনুমোদনপূর্বক অনিয়মিতভাবে এমএসআর ক্রয়। | ১০,৯০,৩১,২৩১.০০ |
| ০৩ | পণ্য/সেবা সরবরাহের বিপরীতে নির্ধারিত হারে মূসক কর্তন না করায়/কর্তনকৃত মূসক সরকারি খাতে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। | ২,৭০,৭০,৬৯৩.০০ |
| ০৪ | অবকাঠামো ও দক্ষ জনবল না থাকা সত্ত্বেও এবং চাহিদাপত্র ব্যতীত প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সিএমএসডি কর্তৃক সরবরাহ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। | ২৫,৫২,৯৪,৫৫৪.০০ |
| ০৫ | পণ্য/সেবা সরবরাহের বিলে নির্ধারিত হারে উৎসে কর কর্তন না করায়/কম কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। | ১,২৫,০৫,০৩২.০০ |
| ০৬ | বিভিন্ন খাতে ইউজার ফি যথাযথভাবে আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের  আর্থিক ক্ষতি। | ৪,১০,৭৭,০৩৪.০০ |
| ০৭ | যন্ত্রপাতি গ্রহণ না করা সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয়। | ১২৭,৮০,৭১,৫২৪.০০ |
| ০৮ | প্যাকিং জালিয়াতির মাধ্যমে কেমিকেল রি-এজেন্ট কম সরবরাহ করে আত্মসাৎ। | ৩১,৬০,৪৪০.০০ |
| ০৯ | ক্রয় প্রক্রিয়ায় কার্যকর প্রতিযোগিতার অভাব থাকার প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও দরপত্র মূল্যায়নপূর্বক পথ্য সামগ্রী ক্রয় বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ। | ১,৯৪,৫৭,০১১.০০ |
| ১০ | অনিয়মিতভাবে আমদানিকৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতি ঠিকাদারের নিকট হতে বুঝে না নিয়ে বাক্সবন্দি অবস্থায় ফেলে রেখে আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি। | ৭১,৩৬,০১,৪৩৬.০০ |
| ১১ | অনিয়মিতভাবে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের পথ্য বিল পরিশোধ করা হলেও পরবর্তীতে ৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের নামে বকেয়া বিলের মাধ্যমে আত্মসাৎ। | ৩৩,৩০,৩৮০.০০ |
| ১২ | ঠিকাদারের সাথে যোগসাজসের মাধ্যমে মালামাল গ্রহণ না করে মালামালের মূল্য পরিশোধ দেখিয়ে আত্মসাৎ। | ১,২৫,২৮,১৮৫.০০ |
| ১৩ | Real Time PCR ক্রয় বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। | ২৩,৯০,০০০.০০ |
| ১৪ | প্রকৃত সরবরাহের চেয়ে কম পরিমাণ ক্যামিকেল রি-এজেন্ট সরবরাহ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। | ১৪,৩৭,৫০০.০০ |
| ১৫ | স্টক জালিয়াতির মাধ্যমে বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ না করেও সরবরাহ দেখিয়ে আত্মসাৎ। | ১,৩২,৩৩,৮৩৮.০০ |
| ১৬ | অনিয়মিতভাবে ভূমি অধিগ্রহণে প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। | ৬৬,৯৯,৯৭২.০০ |
| | মোট = | ২৬৫,৮০,৪৩,০৬৮.০০ |
| কথায়: দুইশত পঁয়ষট্টি কোটি আশি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার আটষট্টি টাকা | | |

# অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

**অনুচ্ছেদ নম্বর-০১**

**শিরোনাম: বাজার মূল্য অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে এমএসআর মালামাল ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৫,৯১,৫৪,২৩৮.০০ (পনের কোটি একানব্বই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার দুইশত আটত্রিশ) টাকা।**

**বিবরণ:**

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন ১১টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, সিরাজগঞ্জ, ১০টি জেনারেল/সদর হাসপাতাল, ০১টি সিভিল সার্জন অফিস ও জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাজার মূল্য অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে এমএসআর মালামাল ক্রয় করায় সরকারের ১৫,৯১,৫৪,২৩৮.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় টেন্ডার ডকুমেন্টস, বিল/ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় নিম্নলিখিত অনিয়ম পাওয়া যায়:

- স্থানীয় বাজার দর এসআর অপেক্ষা অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও এসআরকে মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে এমএসআর সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে এসআর অপেক্ষাও অধিক মূল্যে এমএসআর মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদিত প্রতিষ্ঠানের MRP এর চেয়েও অতিরিক্ত হারে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর স্মারক নম্বর-স্বাঃঅধিঃ এমএসআর/এসআর দর/২০১৩-১৪ /১২৫৫ তারিখ ২৬/০৮/১৪ খ্রিঃ মোতাবেক এসআর (Standard Rate) তালিকায় প্রণীত দরগুলো বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের বাজার দর যাচাই কমিটির সুপারিশকৃত/দাখিলকৃত দরের আলোকে এবং ঐ সময়ের বাজার দরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বর্তমান বাজার দর হিসেবে গণ্য হবে না। এক্ষেত্রে বাজার দর যাচাই কমিটির প্রত্যয়নের ভিত্তিতে এমএসআর সামগ্রী ক্রয় করা হয়নি [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-১ {১(১)-১(৪২)}]।
- পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৯৮ (১৪) মোতাবেক কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্রের উদ্ধৃত মূল্য বাজার মূল্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। আলোচ্যক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।
- উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালক/তত্ত্বাবধায়কের নাম পরিশিষ্ট ১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

**অনিয়মের কারণ:**

- পিপিআর,২০০৮ এর বিধি-৯৮(১৪) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর পণ্যের মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত স্মারক নম্বর-স্বাঃঅধিঃ এমএসআর/এসআর দর/২০১৩-১৪ /১২৫৫ তারিখ ২৬/০৮/১৪ খ্রিঃ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:**

- খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড) হাসপাতাল, ঢাকা, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ কুমিল্লা ও জেনারেল হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ কর্তৃক জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত এসআর দরে মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। এসআর এর উর্ধ্বে কোন মালামাল ক্রয় করা হয়নি।
- শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃক জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, জেলা মার্কেটিং অফিসারের দেয় দরের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে।
- ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃক জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে যোগাযোগ করে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, সিরাজগঞ্জ ও সিভিল সার্জন অফিস, দিনাজপুর কর্তৃক জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, নথিপত্র যাচাইপূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।
- জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা ও এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর জবাব প্রদানে বিরত থাকে।
- জেনারেল/সদর হাসপাতাল কুষ্টিয়া, নারায়ণগঞ্জ (খানপুর), কক্সবাজার, পাবনা, হবিগঞ্জ ও ফেনী কর্তৃপক্ষ জবাবে জানায় যে, এসআর দরের ভিত্তিতে মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। এতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়নি।
- সদর হাসপাতাল, ভোলা ও মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল, বগুড়া কর্তৃপক্ষ কোনরূপ জবাব প্রদান করেননি।
- বিষয়টি ২৭/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৭/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

## নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব যথাযথ নয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর স্মারক নং-স্বাঃঅধিঃ এমএসআর/এসআর দর/২০১৩-১৪/১২৫৫, তারিখ ২৬/০৮/১৪ খ্রিঃ এর (ক) অনুচ্ছেদ মোতাবেক এসআর তালিকায় প্রণীত দরগুলো বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের বাজার দর যাচাই কমিটির সুপারিশকৃত/দাখিলকৃত দরের আলোকে এবং বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত বাজার দর হিসেবে গণ্য হবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে বাজার দর যাচাই কমিটির প্রত্যয়নের ভিত্তিতে এমএসআর সামগ্রী ক্রয় করা হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে বাজার দর যাচাই কমিটির প্রত্যয়নের ভিত্তিতে ক্রয় করা হলেও বাস্তবে তা প্রকৃত বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে বাজার দর যাচাই না করে বাজার দর অপেক্ষা এসআর দর বেশী হওয়া সত্ত্বেও এসআর দরে মালামাল ক্রয় করা হয়েছে-যা যৌক্তিক নয়। তাছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অর্থ ছাড়পত্রের শর্ত মোতাবেক MRP মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত দরে এমএসআর মালামাল ক্রয়ের কোন অবকাশ নেই।

## নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আর্থিক ক্ষতির সাথে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- অধিকন্তু ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০২

**শিরোনামঃ বিভিন্ন সিভিল সার্জন কার্যালয়ে PPR, 2008 লঙ্ঘন করে একই ব্যক্তি কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়ন ও অনুমোদনপূর্বক অনিয়মিতভাবে ১০,৯০,৩১,২৩১.০০ (দশ কোটি নব্বই লক্ষ একত্রিশ হাজার দুইশত একত্রিশ) টাকার এমএসআর ক্রয়।**

**বিবরণঃ**

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন সিভিল সার্জন, খাগড়াছড়ি/লক্ষীপুর/ কুমিল্লা কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে PPR, 2008 লঙ্ঘন করে একই ব্যক্তি কর্তৃক দরপত্র মূল্যায়ন ও অনুমোদনপূর্বক অনিয়মিতভাবে ১০,৯০,৩১,২৩১.০০ টাকার এমএসআর ক্রয় করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় টেন্ডার ডকুমেন্টস, বিল/ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় নিম্নলিখিত অনিয়ম পাওয়া যায়ঃ

- সিভিল সার্জনের কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর ও সিভিল সার্জনের কার্যালয়, কুমিল্লা এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এমএসআর খাতের বরাদ্দপত্র, বিল ভাউচার, টেন্ডার ডকুমেন্ট ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক (এমএসআর) মালামাল ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। উক্ত দরপত্র মূল্যায়নের জন্য সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সিভিল সার্জনকে সভাপতি নির্ধারণ করে TEC কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত TEC কমিটি কর্তৃক সে অনুযায়ী দরপত্রসমূহ মূল্যায়ন করা হয় এবং TEC কমিটির সভাপতি কর্তৃক দরপত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। একই ব্যক্তি TEC প্রধান ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হওয়ায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত মোট (৫,০৫,০৬,৬৩৬.০০+ ৫,১৩,২২,৮৩৫.০০) = ১০,১৮,২৯,৪৭১.০০ টাকার এমএসআর মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।
- সিভিল সার্জনের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি এর ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এমএসআর (চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি) খাতের বরাদ্দপত্র, বিল ভাউচার, টেন্ডার ডকুমেন্ট ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এমএসআর মালামাল ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। উক্ত দরপত্র মূল্যায়নের জন্য পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক সদস্য ও আহবায়ক (স্বাস্থ্য বিভাগ) পার্বত্য জেলা পরিষদকে সভাপতি নির্ধারণ করে TEC কমিটি গঠন করা হয়। একই ব্যক্তি TEC প্রধান ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হওয়ায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত ৭২,০১,৭৬০.০০ টাকার এমএসআর মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।
- পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৩৬(২) অনুযায়ী কোন অবস্থাতেই মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ একই ব্যক্তি হতে পারবে না। এক্ষেত্রে উল্লিখিত বিধি অনুসরণ না করে প্রতিষ্ঠানেরই টিইসি প্রধান অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অধিকন্তু পিপিআর, ২০০৮ বিধি ৩৬(১) মোতাবেক ক্রয়কারী, মূল্যায়ন কমিটি এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ আইনের অধীন কোন ক্রয় চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী করা পর্যন্ত বিধিতে উল্লিখিত অনুমোদন পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করবে। এছাড়া TEC কর্তৃক বিধি ৩৬(১) নিশ্চিত করা হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মূল্যায়িত দরপত্র অনুমোদন ব্যতীত অনিয়মিতভাবে (১০,১৮,২৯,৪৭১.০০+৭২,০১,৭৬০.০০) = ১০,৯০,৩১,২৩১.০০ টাকার ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-২{২(১)-২(৩)}]।
- উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সিভিল সার্জনগণের নাম পরিশিষ্ট ১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

**অনিয়মের কারণঃ**

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৩৬(১) এবং বিধি ৩৬(২) এর লঙ্ঘন।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- সিভিল সার্জনের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি জবাবে জানায় যে, ২০১৮-২০১৯ আর্থিক সালে যথাযথ নিয়ম অনুসরণপূর্বক ওটিএম পদ্ধতিতে এমএসআর দরপত্র আহবান করে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের প্রস্তাব বরাদ্দকারী কর্তৃপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। অতপর স্মারক নম্বর-স্বাস্থ্য/হিসাব/এমএসআর/প্রশা অনুঃ/ব্যয় মঞ্জুরি/পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা/২০১৮-১৯/১৮৯২, তারিখ-৩০/০৫/২০১৯ খ্রি: মূলে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়ার পর কার্যাদেশ প্রদানপূর্বক এমএসআর মালামাল সংগ্রহ করা হয়। যেহেতু বরাদ্দকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে, অতএব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।
- সিভিল সার্জনের কার্যালয়, লক্ষীপুর জবাবে জানায় যে, TEC দরপত্র মূল্যায়নের পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী সরবরাহকৃত মালামালের দাবীকৃত বিলের ব্যয় মঞ্জুরি সংগ্রহ করে এবং সার্ভে কমিটি কর্তৃক যথাযথভাবে মালামাল বুঝে পেয়ে মজুদ বহিতে এন্ট্রি করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক অনুমোদনের কপি সংগ্রহ করে অডিট অফিসে প্রেরণ করা হবে।
- সিভিল সার্জনের কার্যালয়, কুমিল্লা জবাবে জানায় যে, PPA, 2006, PPR, 2008 এবং PPA, 2009 (সংশোধিত) মোতাবেক ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ আর্থিক বছরের জন্য সিভিল সার্জন, কুমিল্লার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য MSR সামগ্রী ক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাইপূর্বক সর্বনিম্ন দরদাতাদের দর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের লক্ষ্যে অত্র কার্যালয়ের স্মারক নম্বর- সিএসি/শা-স্টোর/২০১৯/১৭৩২, তারিখ-২৯/০৪/২০১৯ খ্রি: মোতাবেক মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকায় আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ পত্র প্রেরণ করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর- স্বাস্থ্য/হিসাব/এমএসআর/প্রশাঃঅনুঃ/ব্যয় মঞ্জুরী/সিএস কুমিল্লা/২০১৮-১৯/১৮১৯, তারিখ-২০/০৫/২০১৯ খ্রি: মোতাবেক অত্র জেলার স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য MSR সামগ্রী স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে। প্রাপ্ত প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে MSR সংগ্রহপূর্বক বিল পরিশোধ করা হয়। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ একই ব্যক্তি হয়নি। উক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে আপত্তিটি নিষ্পত্তি করতে অনুরোধ করা হলো।
- বিষয়টি ২৭/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৭/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- জবাব আপত্তিটি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। PPR, 2008 এর বিধি ৩৬(২) মোতাবেক টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারপারসন ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ একই ব্যক্তি হওয়ার সুযোগ নেই। অধিকন্তু এক্ষেত্রে PPR, 2008 এর বিধি ৩৬(১) লঙ্ঘন করে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করে অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে যা বিধি সম্মত নয়।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ**

- অনিয়মিতভাবে ক্রয়কার্য সম্পাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- অধিকন্তু ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-৩

## শিরোনাম: পণ্য/সেবা সরবরাহের বিপরীতে যথাযথভাবে মূসক কর্তন না করায়/কম কর্তন করায় সরকারের ২,৭০,৭০,৬৯৩.০০ (তিন কোটি সত্তর লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শত তিরানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

### বিবরণ:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, টাঙ্গাইল এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পণ্য/সেবা সরবরাহের বিপরীতে উৎসে মূসক যথাযথভাবে কর্তন না করায়/ কম কর্তন করায় সরকারের ২,৭০,৭০,৬৯৩.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় টেন্ডার ডকুমেন্টস, কার্যাদেশ, বিল/ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে নিম্নলিখিত অনিয়ম পাওয়া যায়:—

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নম্বর-১৭৩-আইন/২০১৮/৭৯৬, তাং-৭/৬/২০১৮ খ্রি: মোতাবেক-

- লিলেন ধৌতকরণ কাজ সেবা কোড এস ৯৯.২০ অনুযায়ী অন্যান্য বিবিধ সেবার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন যোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে ১৫% এর স্থলে ৫% হারে কর্তন করা হয়েছে যা বিধি সম্মত নয়।
- সেবা কোড এস ০৩৩.০০ এর বিপরীতে ইজারাদারের নিকট হতে ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে, সেবা কোড এস ০২৪.০০ মোতাবেক আসবাবপত্র বিলে উৎপাদন পর্যায়ে ৭% হারে এবং বিপণন পর্যায়ে ৫% মোট ১২% হারে, সেবা কোড এস ০৬৫.০০ এর বিপরীতে ভবন, মেঝে ও অঙ্গন পরিষ্কার এর ক্ষেত্রে ১৫% হারে, সেবা কোড এস ০০৮.১০ মোতাবেক ছাপাখানার বিপরীতে ১৫% হারে উৎসে মূসক কর্তনের নির্দেশনা রয়েছে যা পরিপালিত হয়নি।
- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ এর উপধারা ৩ মোতাবেক উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী কর্তৃক মূসক কর্তন করা না হলে বা প্রদেয় কর নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ বা সরকারি কোষাগারে জমা করতে ব্যর্থ হলে নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিবস হতে অপরিশোধিত পরিমাণের উপর মাসিক ২% হারে দণ্ডসুদ আদায় করার নির্দেশনা রয়েছে।
- কিন্তু উল্লেখিত ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন না করায় ভ্যাট বাবদ ২,৫২,০৬,৫৬১.০০ টাকা এবং দণ্ড সুদ বাবদ ১৮,৬৪১৩২.০০ টাকা মোট ২,৭০,৭০,৬৯৩.০০ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-৩{৩(১)-৩(৯)} সংযুক্ত]।
- উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের নাম পরিশিষ্ট ১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

### অনিয়মের কারণ:

মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর অধীন সেবার কোড এস ০৩৩.০০, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নম্বর-০৬/মূসক/২০১৮ তারিখ ০৭/০৬/২০১৮ খ্রি: ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নম্বর-১৭৩-আইন/২০১৮/৭৯৬-মূসক তারিখ ০৭/০৬/১৮ খ্রি: এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাতক্ষীরা ও এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট কর্তৃক জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, অনুচ্ছেদে বর্ণিত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।
- শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা কর্তৃক জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

- স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড) হাসপাতাল, ঢাকা, এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী জবাব প্রদানে বিরত থাকে।
- চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয় যে, মুদ্রণ ও ছাপাখানা হতে সরাসরি কোন মালামাল ক্রয় করা হয়নি। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের ফরম, প্যাথলজিক্যাল রিপোর্টিং প্যাড, রেজিস্টার খাতা, ডেথ সার্টিফিকেট, এক্সরে রিপোর্ট বুক, টেম্পারেচার চার্ট ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে উন্মুক্ত টেন্ডার পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে। সে অনুযায়ী সেবার কোড এস ০৩৭.০০ অনুযায়ী যোগানদার হিসাবে ৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ভ্যাট অফিসে ব্যবসার প্রকৃতি (Procurement Porvider) হিসেবে নিবন্ধিত (কপি সংযুক্ত)। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আদেশ নম্বর ০৬/মূসক/২০১৮, তারিখ ৭ই জুন, ২০১৮খ্রিঃ মোতাবেক মূসক-১১ চালানমূলে সরাসরি পণ্য সরবরাহ করলে এরূপ ক্ষেত্রে মূসক কর্তন করতে হবে না মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নির্দেশনা থাকায় মূসক কর্তন করা হয়নি।
- শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, টাঙ্গাইল কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয় যে, সরকারি প্রতিষ্ঠান গণপূর্ত কাঠের কারখানা হতে আসবাবপত্র সরবরাহ নেয়া হয়েছে বিধায় ভ্যাট ও আয়কর প্রযোজ্য নয়।
- বিষয়টি ২৭/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৭/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

## নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব যথাযথ নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ লঙ্ঘন করে উৎসে মূসক যথাযথভাবে কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিলের সাথে মূসক চালান সংযুক্ত করা হয়নি বিধায় মূসক কর্তনযোগ্য।

## নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আর্থিক ক্ষতির সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার অথবা ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- তাছাড়া মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এর ধারা ১২৭ উপধারা ১ মোতাবেক হালনাগাদ পর্যন্ত মাসিক ২% হারে দণ্ড সুদ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

## অনুচ্ছেদ নম্বর-৪

**শিরোনাম: অবকাঠামো ও দক্ষ জনবল না থাকা সত্ত্বেও এবং চাহিদাপত্র ব্যতীত প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সিএমএসডি কর্তৃক সরবরাহ করায় সরকারের ২৫,৫২,৯৪,৫৫৪.০০ (পঁচিশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশত চুয়ান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

### বিবরণ:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন ০৫টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ০৩টি জেনারেল হাসপাতাল এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অবকাঠামো ও দক্ষ জনবল না থাকা সত্ত্বেও এবং চাহিদাপত্র ব্যতীত প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সিএমএসডি কর্তৃক সরবরাহ করায় সরকারের ২৫,৫২,৯৪,৫৫৪.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

মেশিনগুলো সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নেবর্ণিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে:—

- প্রকৃত প্রয়োজন ও কোন চাহিদা পত্র না থাকা সত্ত্বেও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। মেশিনগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন দক্ষ জনবল ও অবকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও সরবরাহ করা হয়েছে। হাসপাতালে কিছু যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও একই যন্ত্র পুনরায় সরবরাহ করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে।
- ট্রেজারি রুলস ২২৯ মোতাবেক, অবিলম্বে পরিশোধের প্রয়োজন ছাড়া হিসাবরক্ষণ অফিস হতে কোন অর্থ উত্তোলন করা যাবে না। ভবিষ্যতে দাবির পূর্বানুমানের ভিত্তিতে অথবা মঞ্জুরির তামাদি নিবারণের উদ্দেশ্যে হিসাবরক্ষণ অফিস হতে অর্থ উত্তোলন করা যাবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে বিধি বহির্ভূতভাবে বাজেট বরাদ্দের তামাদি এড়ানোর উদ্দেশ্যে সিএমএসডি হতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুশইন করা হয়েছে যা বিধিসম্মত নয়।
- জিএফআর -১০ মোতাবেক, একজন দূরদর্শী ব্যক্তি নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তাকে অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-৪ [(৪(১)-৪(৪)]।
- উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালক বা তত্ত্বাবধায়কের নাম পরিশিষ্ট ১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

### অনিয়মের কারণ:

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর স্মারক নম্বর-৪৫.১৬৫.০৫২.০১.০০.০০১.২০১৪.২৫২, তারিখ: ২৪-০৬-২০১৪ খ্রি: এর ক্রমিক নম্বর ৫(ক) মোতাবেক উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পর তা যেন বাক্স বন্দি অবস্থায় পড়ে না থাকে সেজন্য প্রান্তিক ব্যাবহারকারী উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি স্থাপনের স্থাপনাসহ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণের পর যন্ত্রপাতির চাহিদা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করবেন।

জিএফআর ১০ এবং ট্রেজারি রুলস ২২৯ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল, জেনারেল হাসপাতাল, বরগুনা ও বরিশাল কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয় যে, যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।
- খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয় যে, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার, ঢাকা থেকে প্রাপ্ত এমআরআই মেশিনের যাবতীয় এক্সেসরিজ ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে। মেশিনটি স্থাপনের জন্য রুম প্রস্তুত কাজ চলছে। উক্ত কাজ শেষ হওয়ার পর মেশিনটি স্থাপনের কাজ শুরু হবে।
- শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয় যে, সিএমএসডি কর্তৃক চাহিদা ব্যতিরেকে সরবরাহ দেয়ায় গ্রহণ করা হয়েছে।
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয় যে, সিএমএসডি থেকে ১৭টি ICU VENTILATOR সরবরাহ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ০৬টি VENTILATOR কার্ডিয়াক সার্জারী বিভাগে ইনস্টল করার পর উক্ত বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মেশিনগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন এবং ব্যবহার বন্ধ রাখেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৩/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সরকারি হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত সভার নির্দেশনা অনুযায়ী সিএমএসডি কর্তৃক সবরাহকৃত ১৭টি ICU VENTILATOR এর কার্যকারিতা রোগীর দেহে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে কিনা তা নিরূপনের জন্য ১০ সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃক অপর অংশের কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।
- জেনারেল হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ জবাবে জানায় যে, হাসপাতালের চাহিদা অনুযায়ী আংশিক মালামাল সরবরাহে অপরাগতা প্রকাশ করায় মালামালগুলো গ্রহণ করা হয়নি।
- বিষয়টি ২৭/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৭/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- জবাব যথাযথ নয়। জবাব পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যায় হাসপাতালসমূহের চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও সিএমএসডি কর্তৃক যন্ত্রপাতিসমূহ সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলোতে জোরপূর্বক প্রদান করায় এবং যন্ত্রপাতিসমূহ অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকায় বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে।
- মেশিনসমূহ পরিচালনার জন্য কোন জনবল ও অবকাঠামো না থাকায় অধিকাংশ মেশিন/যন্ত্রপাতি অকেজো অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। ফলে যন্ত্রপাতিসমূহের গুণগত মান নষ্ট হয়ে প্রায় ধ্বংসের পথে। তাছাড়া রোগীরা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ**

- প্রায় প্রতি অর্থবছরের অডিটে সিএমএসডি থেকে এ ধরনের আপত্তি পাওয়া যায়। অনিয়মটি অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিএমএসডিকে বাজেট প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি অর্থের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- অধিকন্তু দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নম্বর-০৫**

## শিরোনামঃ পণ্য/সেবা সরবরাহের বিলে যথাযথভাবে উৎসে কর কর্তন না করায় /কম কর্তন করায় সরকারের ১,২৫,০৫,০৩২.০০ (এক কোটি পঁচিশ লক্ষ পাঁচ হাজার বত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

**বিবরণঃ**

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন ৬টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা এর ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পণ্য/মালামাল সরবরাহের বিলে যথাযথভাবে উৎসে আয়কর কর্তন না করায়/কম কর্তন করায় সরকারের ১,২৫,০৫,০৩২.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিশোধিত বিল/ভাউচার ও রেকর্ডপত্রাদি যাচাইয়ে নিম্নলিখিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়-

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২এএ মোতাবেক ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে -
  - কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ কর্তৃক গৃহীত সার্ভিস চার্জ/ সেবা চার্জ/কমিশনের (সম্মানীর) ওপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
  - মোটর গ্যারেজ অথবা ওয়ার্কসপ হতে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সেবা গ্রহণের বিপরীতে ৬% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অধ্যাদেশ ও আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর সেকশন ৫২, রুল ১৬ মোতাবেক একই বিভাগে দ্রব্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ২% হারে, ১৫-২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৩% হারে, ২৫ লক্ষ হতে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ৪% হারে, ১-৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ৫% হারে, ৫-১০ কোটি টাকা পর্যন্ত ৬% হারে এবং ১০ (দশ) কোটি টাকার উর্ধ্বের দ্রব্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে ৭% হারে উৎসে কর কর্তনের নির্দেশনা রয়েছে।
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৭ এর উপধারা ১(বি) মোতাবেক কর্তনকৃত উৎসে কর নির্ধারিত সময়ে সরকারি খাতে জমা না করায় উল্লিখিত টাকার উপর মাসিক ২% হারে অতিরিক্ত করসহ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন না করায় উৎসে আয়কর বাবদ ১,০১,৪৩,৫৫১.০০ টাকা এবং অতিরিক্ত কর বাবদ ২৩,৬১,৪৮১.০০ টাকা মোট (১,০১,৪৩,৫৫১+২৩,৬১,৪৮১)= ১,২৫,০৫,০৩২.০০ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট ৫{৫(১)-৫(১০)}]।
- উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের নাম পরিশিষ্ট ১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

**অনিয়মের কারণঃ**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২এএ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নম্বর-০৮.০১.০০০০.০৩০.০৩.০১৮.১৭.৩৬৫, তারিখ ১৭/০৮/১৭ খ্রিঃ ও আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৭ এর উপধারা ১(বি) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুর, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয় যে, যাচাই করে পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয় যে, অনুচ্ছেদে বর্ণিত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।
- এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর জবাব প্রদানে বিরত থাকে।
- বিষয়টি ২৭/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৭/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর জবাব প্রদানে বিরত থাকে তবে অন্যান্য নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্ণিত আদেশসমূহ লঙ্ঘন করে উৎসে কর কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ**

- আর্থিক ক্ষতির সাথে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- তাছাড়া আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৭ উপধারা ১(বি) মোতাবেক হালনাগাদ পর্যন্ত মাসিক ২% হারে অতিরিক্ত কর আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৬

## শিরোনাম: বিভিন্ন খাতে ইউজার ফি যথাযথভাবে আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ৪,১০,৭৭,০৩৪.০০ (চার কোটি দশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার চৌত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

**বিবরণ:**

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন ০৬টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন খাতে যথাযথভাবে ইউজার ফি আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ৪,১০,৭৭,০৩৪.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় ইউজার ফি আদায় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র ও জমার ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আদায়কৃত ইউজার ফি সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

- ট্রেজারি রুলস ৭(১) মোতাবেক যে কোনো নগদ প্রাপ্তি অনতিবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ট্রেজারি রুলসের ৭(১) লঙ্ঘন করে আদায়কৃত ইউজার ফি সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্তৃক গৃহীত অর্থ কোনোভাবেই ব্যক্তিগত বা বিভাগীয় প্রয়োজনে ব্যয় করা যাবে না। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ইউজার ফি যথাযথভাবে আদায় ও আদায়কৃত ইউজার ফি সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ৪,১০,৭৭,০৩৪.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট ৬{৬(১)-৬(১৫)}]।
- উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালক এর নাম পরিশিষ্ট ১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

### অনিয়মের কারণ:

ট্রেজারি রুলস ৭(১) এর লঙ্ঘন।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (মিটফোর্ড) ঢাকা, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া ও এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট কর্তৃক জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, ইউজার ফি আদায় রেজিস্টার, রশিদের বহি ইত্যাদি যাচাইপূর্বক জবাব প্রদান করা হবে।
- স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (মিটফোর্ড) ঢাকা কর্তৃক জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, অত্র হাসপাতালের ড্রাইভারগণ রেজিস্টার অনুযায়ী ডিউটি করে থাকে। এতে ড্রাইভারদের ভাড়া কম বা বেশী আদায় করার সুযোগ নেই।
- শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুর কর্তৃক জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট সময়ে একজন গাড়ী চালক ছিলেন। বর্তমানে আরও ০৩ (তিন) জন গাড়ী চালক নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে যথাযথভাবে যথেষ্ট পরিমাণে সরকারি অর্থ আদায় হচ্ছে।
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা জবাবে উল্লেখ করে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হাসপাতাল-২ শাখার স্মারক নং-স্বাপকম/হাস-২/বিবিধ-২৭/২০০৪/১৫৫, তারিখ, ০২-০৩-২০১০ খ্রি: মোতাবেক সংশোধিত পরিপত্রের শর্তাবলীর (ঘ) ও (চ) মোতাবেক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধীসহ সরকার নির্দেশিত ব্যক্তি, গরীব, দুঃস্থ ও অজ্ঞাত পুলিশ কেইস রোগীদের যথাযথ নিয়ম অনুসরণপূর্বক ইসিজি ফ্রি করা হয়ে থাকে। আরও বিভিন্ন কারণে ইসিজি পেপার নষ্ট হয়ে থাকে।
- শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল কর্তৃক জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, অত্র হাসপাতালের নীচ তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত মেরামত কাজের জন্য পেয়িং কেবিন ও পেয়িং বেড খালি থাকায় ভাড়া আদায় করা সম্ভব হয় নাই।
- বিষয়টি ২৭-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৭-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- জবাব যথাযথ নয়। ট্রেজারি রুলসের ৭(১) মোতাবেক ইউজার ফি আদায়ের সাথে সাথে সরকারি কোষাগারে জমা করার বিধান থাকলেও বাস্তবে তা পরিপালন করা হয়নি।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে কম আদায়কৃত ইউজার ফি এবং আদায়কৃত ইউজার ফি সরকারি কোষাগারে যথাসময়ে জমা করা হলে সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি নিশ্চিত হতো এবং সরকারি ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেতো।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ**

- আর্থিক ক্ষতির সাথে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- অধিকন্তু ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নম্বর-০৭**

## শিরোনাম: যন্ত্রপাতি গ্রহণ না করা সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয় ১২৭,৮০,৭১,৫২৪.০০ (একশত সাতাশ কোটি আশি লক্ষ একাত্তর হাজার পাঁচশত চব্বিশ) টাকা।

### বিবরণ:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ এবং ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ স্থাপন প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে যন্ত্রপাতি বুঝে না নিয়ে যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ অনিয়মিতভাবে ১২৭,৮০,৭১,৫২৪.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্যাকেজের আওতায় শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা সেনানিবাস ঢাকার সাথে প্রায় ১,২৭,৮০,৭১,৫২৪.০০ টাকার চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় এবং এলসি খোলা হয়। কিন্তু নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত (০৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ) কোন যন্ত্রপাতি সার্ভে কমিটির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়নি।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় নিম্নবর্ণিত অনিয়মগুলো পরিলক্ষিত হয়:

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্মারক নং-৪৫.১৬৫.০০৭.০৩.০০.০০২.২০১৭.৩২২, তারিখ- ১৯/১২/২০১৮ খ্রিঃ এর শর্তাবলী (খ) অনুযায়ী যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্ণিত যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত লোকবল ও অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে উপযুক্ত লোকবল নিশ্চিত/নিয়োগ না করে ১২৭,৮০,৭১,৫২৪.০০ টাকার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে।
- আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ এর বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী (ক) শ্রেণির প্রকল্প পরিচালকগণ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০,০০,০০,০০০ (দশ কোটি) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ব্যয় মঞ্জুরি ব্যতীত ১২৭,৮০,৭১,৫২৪.০০ টাকার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর-৩২২, তারিখ ১৯-১২-২০১৮ খ্রিঃ এর শর্তাবলীর ক্রমিক (চ) এবং পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৬১(১) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়ায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশনা থাকলেও উক্ত পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় না করে ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে যা বিধি সম্মত নয়।
- প্রজেক্ট অথরিটি অবকাঠামোর কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই মালামাল ক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পাদন করেন। তাছাড়া প্রয়োজনীয় জনবলও নিয়োগ করা হয়নি। ফলে কিছু কিছু যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে [(বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০৭ সংযুক্ত)]।
- উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালক/তত্ত্বাবধায়কের নাম পরিশিষ্ট ১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

### অনিয়মের কারণ:

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৬১(১), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্মারক নং ৪৫.১৬৫.০০৭.০৩.০০.০০২.২০১৭.৩২২, তারিখ- ১৯-১২-২০১৮ খ্রি: ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নিরীক্ষা চলাকালে কোনো জবাব প্রদান করা হয়নি।
- বিষয়টি ২৭-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৭/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- চুক্তি মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ে যন্ত্রপাতি বুঝিয়ে না দেয়া আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৬১(১) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিবর্তে ডিপিএম পদ্ধতিতে মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সমীচীন হয়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ**

- অনিয়মের সাথে জড়িতদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- অধিকন্তু ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৮

## শিরোনামঃ প্যাকিং জালিয়াতির মাধ্যমে কেমিকেল রি-এজেন্ট কম সরবরাহ করে ৩১,৬০,৪৪০.০০ (একত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার চারশত চল্লিশ) টাকা আত্মসাৎ।

**বিবরণঃ**

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন সিভিল সার্জন, সাতক্ষীরা এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এমএসআর মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্যাকিং জালিয়াতির মাধ্যমে কেমিকেল রি-এজেন্ট কম সরবরাহ করে ৩১,৬০,৪৪০.০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় টেন্ডার ডকুমেন্টস, বিল/ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- কেমিকেল রি-এজেন্ট কোলেস্টেরল কিট সরবরাহের জন্য সরবরাহকারী শেখ মোকাররম হোসেন, বাকাল, সাতক্ষীরা এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি মোতাবেক প্রতি কিট ৪×২৫০ এমএল (১০০০ এমএল) হিসেবে ১২১ কিট সরবরাহ করার কথা। কিন্তু সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে প্রতি কিট ২×১০০ এমএল (২০০ এমএল) হিসেবে ১২১ কিট। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্যাকিং জালিয়াতির মাধ্যমে প্রতি কিটে কম সরবরাহ করা হয়েছে (১০০০-২০০) = ৮০০ এমএল যার মূল্য ১৯,৬৫,০৪০.০০ টাকা।
- তদ্রুপ, HIV ডিভাইস ও HBsAg ডিভাইস এর ক্ষেত্রেও প্যাকিং জালিয়াতির মাধ্যমে কম সরবরাহ করা হয়েছে যার মূল্য ১১,৯৫,৪০০.০০ টাকা।
- উক্ত ৩টি আইটেমের বিপরীতে মোট (১৯,৬৫,০৪০+১১,৯৫,৪০০) = ৩১,৬০,৪৪০.০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। জিএফআর বিধি ১৫৫ মোতাবেক ক্রয়কৃত সমস্ত মালামাল মজুদ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার পূর্বে ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা, গণনা ও পরিমাপ করতে হবে এবং মালামাল যথাযথভাবে পাওয়া গিয়েছে মর্মে প্রত্যয়ন করার নির্দেশনা রয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশনা পরিপালন করা হয়নি [বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট-০৮]।
- উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালক/তত্ত্বাবধায়কের নাম পরিশিষ্ট ১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

### অনিয়মের কারণঃ

জিএফআর ১৫৫ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষা চলাকালে কোনো জবাব প্রদান করা হয়নি।
- বিষয়টি ২৭-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৭-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

### নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- প্যাকিং জালিয়াতির মাধ্যমে প্রকৃত সরবরাহ অপেক্ষা কম মালামাল সরবরাহ করে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।

### নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আত্মসাতের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- অধিকন্তু ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৯

## শিরোনাম: ক্রয় প্রক্রিয়ায় কার্যকর প্রতিযোগিতার অভাব থাকার প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও দরপত্র মূল্যায়নপূর্বক পথ্য সামগ্রী ক্রয় বাবদ অনিয়মিতভাবে ১,৯৪,৫৭,০১১.০০ (এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ সাতান্ন হাজার এগার) টাকা পরিশোধ।

### বিবরণ:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মুগদা, ঢাকা এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পিপিআর, ২০০৮ বিধি-১২৭ এর পরিপন্থিভাবে ক্রয় প্রক্রিয়ায় কার্যকর প্রতিযোগিতার অভাব থাকার প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও দরপত্র মূল্যায়নপূর্বক পথ্য সামগ্রী ক্রয় বাবদ অনিয়মিতভাবে ১,৯৪,৫৭,০১১.০০টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিশোধিত বিল/ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মুগদা, ঢাকা এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি মোট ৫টি গ্রুপে মালামাল ক্রয় করে। গ্রুপ নং-৩ (পথ্য-১, ড্রাইরেশন ও মশলাদি), গ্রুপ-৪ (পথ্য-২, ফলফলাদি), গ্রুপ-৫ (পথ্য-৩, তরকারি ও শাক), গ্রুপ-৬ ( পথ্য-৪, মাছ, মাংস ও ডিম), গ্রুপ-৭ (পথ্য-৫, পাউরুটি বিস্কিট ও অন্যান্য) ক্রয় করা হয়। প্রতিটি গ্রুপে মেসার্স ট্রেডফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল, মেসার্স চিত্রা এন্টারপ্রাইজ এবং মেসার্স অনলাইন ট্রেডার্স এই তিনটি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান আলাদা আলাদা দরপত্র দাখিল করলেও তিনটি প্রতিষ্ঠানের মালিকের পিতার নামই ননী গোপাল সাহা এবং স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম: মহাজুন, থানা: নড়াগাতী, জেলা: নড়াইল লিখা।
- তাছাড়া মোট ৫টি গ্রুপে ৩টি করে মোট ১৫টি দরপত্রের মধ্যে মেসার্স অনলাইন ট্রেডার্স এবং চিত্রা এন্টারপ্রাইজ এই ২টি প্রতিষ্ঠানের মোট ১০টি দরপত্রে একই ব্যক্তির হাতের লেখা দ্বারা ১০টি দরপত্র দাখিল করা হয়েছে, যা পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-১২৭ এর ২(গ) এর পরিপন্থী।
- পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-১২৭ এর ২(গ) মোতাবেক ক্রয়কারীর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রকৃত ও অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ হতে বঞ্চিত করে দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের সংখ্যা ইচ্ছামত হ্রাস করা বা উহার মূল্য এর প্রতিযোগিতামূলক নয় এমন পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কোনো চক্রান্ত বা যোগসাজসমূলক কার্য বলে প্রতীয়মান হয় [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-০৯]।
- উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালক/তত্ত্বাবধায়কের নাম পরিশিষ্ট ১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

### অনিয়মের কারণ:

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-১২৭ এর ২(গ) এর লঙ্ঘন।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নিরীক্ষা চলাকালে কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।
- বিষয়টি ২৭-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৭-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি

### নিরীক্ষা মন্তব্য:

- দরপত্রে অংশগ্রহণকারী তিনটি প্রতিষ্ঠানের মালিকের পিতার নামই ননী গোপাল সাহা এবং একই ঠিকানা হওয়ায় এক্ষেত্রে স্পষ্টতই যোগসাজসের মাধ্যমে দরপত্র দাখিল করা হয়েছে বলে নিরীক্ষা মনে করে। যা ক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগিতার সুস্পষ্ট অভাব বলে প্রতীয়মান হয়।

### নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনিয়মের সাথে জড়িতদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- অধিকন্তু ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

### অনুচ্ছেদ নম্বর-১০

## শিরোনামঃ অনিয়মিতভাবে আমদানিকৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতি বাক্সবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখায় সরকারের আর্থিক অপচয় ৭১,৩৬,০১,৪৩৬.০০ (একাত্তর কোটি ছত্রিশ লক্ষ এক হাজার চারশত ছত্রিশ) টাকা।

### বিবরণঃ

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, টাঙ্গাইল এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অনিয়মিতভাবে আমদানিকৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতি বাক্সবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখায় সরকারের ৭১,৩৬,০১,৪৩৬.০০ টাকা আর্থিক অপচয় হয়েছে।

প্রকল্পের মেডিকেল যন্ত্রপাতির বিল/ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ড পত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- প্যাকেজ নং-০১, ০২, ০৩, ০৬, ০৭, ০৮ এবং ০৯ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা এবং ডক ইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ লিঃ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে উক্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে। সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি দীর্ঘদিন যাবত বাক্সবন্দি অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজের কয়েকটি রুমে স্তুপাকারে রাখা হয়েছে। প্রকল্প কার্যালয়কে উক্ত যন্ত্রপাতিসমূহ বুঝিয়ে না দিয়ে বাক্সবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখায় সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক অপচয় হয়েছে এবং ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা জনগণ স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর-৩২২, তারিখ ১৯-১২-২০১৮ খ্রিঃ এর শর্তাবলীর (চ) এবং পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৬১(১) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়ায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশনা থাকলেও উক্ত পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় না করে ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে।
- পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৪ মোতাবেক কোন সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাক-যোগ্যতা, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিল সিপিটিইউ কর্তৃক জারীকৃত এবং তফসিল-১ এ বর্ণিত আদর্শ দলিলসমূহ অনুযায়ী হওয়ার নির্দেশনা থাকলেও এক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি। ফলে স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্ট বা ক্রয় সংক্রান্ত কোনো দলিল প্রস্তুত না করার ফলে মালামালসমূহ সরবরাহ বা স্থাপনের কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি [বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট-১০]।
- উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালক/তত্ত্বাবধায়কের নাম পরিশিষ্ট ১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

### অনিয়মের কারণঃ

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-৪ ও ৬১(১) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর-৩২২, তারিখ ১৯-১২-২০১৮ খ্রিঃ এর শর্তাবলীর ক্রমিক (চ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষা চলাকালে কোনো জবাব প্রদান করা হয়নি।
- বিষয়টি ২৭-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৭-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

### নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অনিয়মিতভাবে মালামাল ক্রয় ও বুঝে না নিয়ে আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি করা হয়েছে।

### নিরীক্ষার সুপারিশঃ

অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং একটি শক্তিশালী কমিটি গঠনপূর্বক মালামালগুলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রহণ করে ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক।

### অনুচ্ছেদ নম্বর-১১

**শিরোনাম: অনিয়মিতভাবে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের পথ্য বিল পরিশোধ করা হলেও পরবর্তীতে ৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের নামে বকেয়া বিলের মাধ্যমে ৩৩,৩০,৩৮০.০০ (তেত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার তিনশত আশি) টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।**

### বিবরণ:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হাতিয়া, নোয়াখালী এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের পথ্য বিল পরিশোধ করা হলেও পরবর্তীতে ৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের নামে বকেয়া বিলের মাধ্যমে ৩৩,৩০,৩৮০.০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে পথ্য বিল সংক্রান্ত বকেয়া বিল ভাউচার এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- হাতিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ২০০৬ সালে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীত হয়েছে এবং সে মোতাবেক রোগীদের প্রতিদিনের খাবাবের পথ্য সরবরাহকারী নিয়োগ দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ৪০-৫০ জন রোগীর প্রতিদিন খাবার সরবরাহ করে বিল পরিশোধ করা হচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে ২৪-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বকেয়া বরাদ্দের নামে ৩১ শয্যা হাসপাতালের পূর্বের ৩১ জনের খাবার সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে প্রত্যয়ন দিয়ে প্রতিদিন ১৯ জনের হিসাব করে ২০১২-২০১৩ অর্থবছর হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত বকেয়া পরিশোধ দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।
- জিএফআর ২৫ অনুযায়ী কর্মচারীর জালিয়াতি, প্রতারণা বা অবহেলার কারণে সরকারি অর্থের ক্ষতি হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।
- নিয়মিতভাবে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের পথ্য বিল পরিশোধ করা হলেও পরবর্তীতে ৩১ শয্যা হাসপাতালের নামে বকেয়া বিলের মাধ্যমে বকেয়া বিল পরিশোধের কোন যৌক্তিকতা নাই।
- ফলে পরিশিষ্টে উল্লিখিত হিসাব মোতাবেক সরকারের ৩৩,৩০,৩৮০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-১১]।
- উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালক/তত্ত্বাবধায়কের নাম পরিশিষ্ট ১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

### অনিয়মের কারণ:

প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ দেখিয়ে আত্মসাৎ।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- সরবরাহকারীর সাথে আলোচনা করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে ও জড়িত ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
- বিষয়টি ২৭-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৭-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

### নিরীক্ষা মন্তব্য:

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব স্বীকৃতিমূলক। বকেয়া প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও বকেয়া পরিশোধ দেখিয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

### নিরীক্ষার সুপারিশ:

- আত্মসাৎ এর সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- অধিকন্তু ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১২

## শিরোনামঃ ঠিকাদারের সাথে যোগসাজসের মাধ্যমে মালামাল গ্রহণ না করে মালামালের মূল্য পরিশোধ দেখিয়ে ১,২৫,২৮,১৮৫.০০ (এক কোটি পঁচিশ লক্ষ আটাশ হাজার একশত পঁচাশি) টাকা আত্মসাৎ।

**বিবরণঃ**

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন সিভিল সার্জন, সাতক্ষীরা, টাঙ্গাইল ও নোয়াখালী এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ঠিকাদারের সাথে যোগসাজসের মাধ্যমে মালামাল গ্রহণ না করে মালামালের মূল্য পরিশোধ দেখিয়ে ১,২৫,২৮,১৮৫.০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিশোধিত বিল-ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে নিম্নলিখিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়-

- সিভিল সার্জন, সাতক্ষীরা এর ক্রয়কৃত আইভি ক্যানুলা, এ্যাট্রোমেটিক ক্রমিক ক্যাটগাট ও ভিকরিল সরবরাহের জন্য সরবরাহকারী শেখ মোকাররম হোসেন, বাকাল, সাতক্ষীরা এর সহিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত সম্পূর্ণরূপে মালামাল স্টক রেজিস্টারে এন্ট্রি না করে আংশিক এন্ট্রি করা হয়েছে। ফলে কম সরবরাহকৃত মালামালের বিপরীতে এর মূল্য বাবদ সরকারের ৯৭,৩৩,৯০০.০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।
- অনুরূপভাবে সিভিল সার্জন, টাঙ্গাইল ও নোয়াখালী এর ক্রয়কৃত ঔষধ ও ক্যামিকেল রি-এজেন্ট মজুদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত না করা সত্ত্বেও উক্ত মালামালের মূল্য বাবদ (২৫,৬৬,৪৪৭+২,২৭,৮৩৮) = ২৭,৯৪,২৮৫.০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।
- ফলে মোট ০৩টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সরকারের মোট আর্থিক ক্ষতি (৯৭,৩৩,৯০০+ ২৭,৯৪,২৮৫) = ১,২৫,২৮,১৮৫.০০ টাকা।
- জিএফআর ১৫৫ মোতাবেক ক্রয়কৃত মালামাল যথাযথভাবে প্রাপ্তির সাথে সাথে স্টক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশনা পরিপালন করা হয়নি [বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট-১২[১২(১)-১২(৪)]।
- উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সিভিল সার্জনগণের নাম পরিশিষ্ট ১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

### অনিয়মের কারণঃ

জিএফআর ১৫৫ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- সিভিল সার্জন, সাতক্ষীরা ও টাঙ্গাইল কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয় যে, স্টোর যাচাই বাছাই করে ঘাটতি মালামাল স্টোর কিপার/দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।
- সিভিল সার্জনের কার্যালয়, নোয়াখালী কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয় যে, বিষয়টি যাচাই বাছাইপূর্বক পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।
- বিষয়টি ২৭-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৭-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

### নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। ঠিকাদারের সাথে যোগসাজসের মাধ্যমে মজুদ হিসাবে ক্রয়কৃত মালামাল কম হিসাবভুক্ত করে উক্ত মালামালের বিপরীতে পরিশোধিত টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

### নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আত্মসাৎ এর সাথে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- অধিকন্তু ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৩

## শিরোনাম: Real Time PCR ক্রয় বাবদ ২৩,৯০,০০০.০০ (তেইশ লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

**বিবরণ:**

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ এবং ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ স্থাপন প্রকল্প এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে Real Time PCR ক্রয় বাবদ ২৩,৯০,০০০.০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিল ভাউচার, চুক্তিপত্র, Technical Specification এবং অন্যান্য কাগজপত্র যাচাই করে দেখা যায় যে, কার্যাদেশ নম্বর-শ.এম.এম.এ.মে.ক.হাস.প্রঃ/সিরাজ/২০১৯/২৪, তারিখ: ১৯-০১-২০১৯ খ্রিঃ মোতাবেক বিল নম্বর-০৪/২০১৮-১৯, তারিখ ২৬-০৬-২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ০১টি Real Time PCR (Item no-28) ক্রয় বাবদ ১,৬০,৯০,০০০.০০ টাকা এবং কার্যাদেশ নম্বর-শ.এম.এম.এ.মে.ক.হাস.প্রঃ/সিরাজ/২০১৮/২০১, তারিখ: ১১-১২-২০১৮ খ্রিঃ মোতাবেক বিল নম্বর-০৬/২১০৮-১৯, তারিখ: ২০-০৬-২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ০১ টি Real Time PCR (Item no-108) ক্রয় বাবদ ১,৮৪,৮০,০০০.০০ টাকা বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ কে পরিশোধ করা হয়।

- বিল দুইটিতে অন্তর্ভুক্ত ০২টি Real Time PCR এর Technical Specification এবং বাস্তবে মেশিন ০২টি সরেজমিনে যাচাইয়ে দেখা যায় ০২টি মেশিন একই এবং Technical Specification একই অর্থাৎ মেশিনের নাম, মডেল, ব্রান্ড এবং Country of origin একই। তাই একই সময়ে ক্রয়কৃত একই মডেল, ব্রান্ড, Country of origin সম্বলিত মেশিনের একই মূল্য হওয়া স্বাভাবিক।
- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে বিল নং-০৬/২০১৮-১৯, তাং-২০-০৬-২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ০১টি Real Time PCR (Item No-108) ক্রয় বাবদ (১,৮৪,৮০,০০০.০০-১,৬০,৯০,০০০.০০) = ২৩,৯০,০০০.০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকল্প পরিচালকের নাম পরিশিষ্ট ১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

**অনিয়মের কারণ:**

বাজার দর সঠিকভাবে যাচাই বাছাই না করে একই মেশিনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:**

- নিরীক্ষা চলাকালে কোনো জবাব প্রদান করা হয়নি।
- বিষয়টি ২৭-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৭-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্য:**

- জবাব প্রদান এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বাজার দর যাচাই করে Real Time PCR ক্রয় করা হলে সরকারের উক্ত টাকা আর্থিক ক্ষতি হতো না।

**নিরীক্ষার সুপারিশ:**

- আর্থিক ক্ষতির সাথে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- অধিকন্তু ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৪

## শিরোনাম: প্রকৃত সরবরাহের চেয়ে কম পরিমাণ ক্যামিকেল রি-এজেন্ট সরবরাহ করায় সররকারের ১৪,৩৭,৫০০.০০ (চৌদ্দ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

### বিবরণ:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রকৃত সরবরাহের চেয়ে কম পরিমাণ ক্যামিকেল রিএজেন্ট সরবরাহ করায় সররকারের ১৪,৩৭,৫০০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, চুক্তি মোতাবেক HBsAg রি-এজেন্ট প্রতি বক্সে ৪০টি টেস্ট কিট হিসেবে প্রতি বক্সের মূল্য ৫০০০.০০ টাকা হিসেবে ৭৯০ বক্সের মূল্য বাবদ (৫০০০×৭৯০)=৩৯,৫০,০০০.০০ টাকা এবং HCV কেমিক্যাল রি-এজেন্ট প্রতি বক্সে ৪০টি টেস্ট কিট হিসেবে প্রতি বক্সের মূল্য ৩০০০.০০ টাকা হিসাবে ৬০০ বক্সের মূল্য বাবদ (৩০০০×৬০০)=১৮,০০,০০০.০০ টাকাসহ সর্বমোট ৫৭,৫০,০০০.০০ টাকা ইনসেনটিভ মেডিকেল সার্ভিসেসকে পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত কেমিক্যাল কেন্দ্রীয় স্টোর থেকে ব্লাড ব্যাংকে সরবরাহ করা হয়েছে। ব্ল্যাড ব্যাংকে এইচবিএসএজি ডিভাইস ৭৫০ বক্স সরবরাহ করা হয় যার প্রতি বক্সে ৩০টি করে কিট পাওয়া যায় ও অনুরূপভাবে এইচসিভি ডিভাইস ৬০০ বক্স সরবরাহ করা হয় যার প্রতি বক্সে ৩০টি করে কিট পাওয়া যায়।

- ফলে ঠিকাদার কর্তৃক প্রতি বক্সে ১০টি করে টেস্ট কিট কম সরবরাহ করায় (৭৯০+৬০০)=১৩৯০টি বক্সে সরকারের মোট (৯,৮৭,৫০০+৪,৫০,০০০)=১৪,৩৭,৫০০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-১৩]।
- উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালক এর নাম পরিশিষ্ট ১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

### অনিয়মের কারণ:

চুক্তিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নিরীক্ষা চলাকালে কোনো জবাব প্রদান করা হয়নি।
- বিষয়টি ২৭-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৭-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

### নিরীক্ষা মন্তব্য:

- প্রকৃত সরবরাহের চেয়ে কম টেস্ট কিট সরবরাহ করা সত্ত্বেও অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

### নিরীক্ষার সুপারিশ:

- আর্থিক ক্ষতির সাথে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- অধিকন্তু ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

## অনুচ্ছেদ নম্বর-১৫

## শিরোনাম: স্টক জালিয়াতির মাধ্যমে বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ না করেও সরবরাহ দেখিয়ে ১,৩২,৩৩,৮৩৮.০০ (এক কোটি বত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার আটশত আটত্রিশ) টাকা আত্মসাৎ।

**বিবরণ:**

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন সিভিল সার্জন অফিস, সাতক্ষীরা, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল ও কক্সবাজার এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এমএসআর মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্টক জালিয়াতির মাধ্যমে বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ না করেও সরবরাহ দেখিয়ে ১,৩২,৩৩,৮৩৮.০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- সিভিল সার্জন অফিস, সাতক্ষীরা এর বিভিন্ন টেস্ট সামগ্রী সরবরাহের জন্য সরবরাহকারী শেখ মোকাররম হোসেন, বাকাল, সাতক্ষীরা এর সহিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে Elisa for Troponin নামক ১২০ কীট বক্স রি-এজেন্ট সরবরাহ করা হয় এবং স্টকে হিসাবভুক্ত করা হয়। প্রতি কীট বক্স = ৯৬ টেস্ট ইউনিট হিসাবে ১২০ কীট বক্স (১২০x৯৬) = ১১৫২০ টেস্ট ইউনিট।
- পরবর্তীতে সিভিল সার্জন অফিস, সাতক্ষীরা কর্তৃক সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরাতে ১২০ কিট বক্স ইস্যু দেখানো হলেও সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা এর স্টক রেজিস্টার যাচাইয়ে দেখা যায়, প্রকৃত পক্ষে ১২০ কিট বক্সের স্থলে ১২০ টেস্ট ইউনিট সরবরাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ (১১,৫২০-১২০) = ১১৪০০ টেস্ট ইউনিট সরবরাহ না করা সত্ত্বেও সরবারাহ দেখিয়ে এর মূল্য বাবদ সরকারের ৩৫,৬২,৫০০.০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।
- অপরদিকে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, দিনাজপুর এর ৩২৫২১০৫ (গজ) খাতের আওতায় বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরবরাহের নিমিত্তে বিল নম্বর ১৫০, তারিখ: ২৭-০৩-২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৬০০০টি Dental Cartidge (Local Anesthesia cartridge 2%) ক্রয় করা হয়। সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে রক্ষিত স্টক রেজিস্টার যাচাইকালে দেখা যায় যে, খানসামা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১২-০৩-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ২,০০০টি এবং ১৮-০৬-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ২,০০০টি মোট ৪,০০০টি কার্টিজ সরবরাহের এন্ট্রি দেখা যায়। কিন্তু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স খানসামা এর স্টোর গত ০৫/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় এবং ২,০০০টি কার্টিজ সরবরাহ পাওয়া যায়। ফলে ২,০০০টি কার্টিজ সরবরাহ না দেয়া সত্ত্বেও উক্ত ২,০০০টি কার্টিজের মূল্য বাবদ ২,০০০×১৫৫ = ৩,১০,০০০.০০ টাকা পরিশোধ দেখিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে।
- সিভিল সার্জন, টাঙ্গাইল ও কক্সবাজার কার্যালয়ের স্টক বহিতে ক্রয়কৃত (৭৯,৬৩,১৮৪+ ১৩,৯৮,০০০) = ৯৩,৬১,১৮৪.০০ টাকার ক্যালসিয়াম-ডি ট্যাবলেট ও ক্যামিকেল রি-এজেন্ট স্টক বহিতে এন্ট্রি করা হয়েছে এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে বিতরণ দেখানো হয়েছে। কিন্তু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের স্টক বহিতে উক্ত মালামালের কোন এন্ট্রি পাওয়া যায়নি।
- ফলে উপরোক্ত ০৪টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট (৩৫,৬২,৫০০.০০+৩,১০,০০০.০০+ ৯৩,৬১,১৮৪.০০) = ১,৩২,৩৩,৮৩৮.০০ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।
- জিএফআর ১৫৫ মোতাবেক ক্রয়কৃত সমস্ত মালামাল মজুদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা, ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা, গণনা ও পরিমাপ করতে হবে এবং মালামাল যথাযথভাবে পাওয়া গেছে মর্মে প্রত্যয়ন করার নির্দেশনা রয়েছে।
- জিএফআর-১৬৫ মোতাবেক ভাণ্ডার যথাযথভাবে যাচাই করার নির্দেশনা থাকলেও এক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি [বিস্তারিত: পরিশিষ্ট-১৪{১৪(১)-১৪(৪)}]।
- উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সিভিল সার্জনগণের নাম পরিশিষ্টে ১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

### অনিয়মের কারণ:

জিএফআর ১৫৫ এবং ১৬৫ এর লজ্ঘন।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- সিভিল সার্জন, সাতক্ষীরা, দিনাজপুর ও টাঙ্গাইল কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয় যে, বিষয়টি যাচাই বাছাইপূর্বক পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।
- সিভিল সার্জন, কক্সবাজার কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয় যে, স্টোর যাচাই বাছাই করে ঘাটতি মালামাল স্টোর কিপার/দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।
- বিষয়টি ২৭/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৭/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- সিভিল সার্জন অফিস, কক্সবাজার এর জবাব স্বীকৃতিমূলক। স্টক জালিয়াতির মাধ্যমে বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী প্রকৃত সরবরাহ অপেক্ষা কম সরবরাহ করে বিল পরিশোধের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। সিভিল সার্জন অফিস, সাতক্ষীরা, দিনাজপুর ও টাঙ্গাইল কর্তৃক জবাব প্রদান এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

**নিরীক্ষা সুপারিশঃ**

- তদন্ত করে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক স্টক জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা আত্মসাৎকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা কর আবশ্যক।
- অধিকন্তু ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৬

## শিরোনামঃ অনিয়মিতভাবে ভূমি অধিগ্রহণে প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ ৬৬,৯৯,৯৭২.০০ (ছেষট্টি লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত বাহাত্তর) টাকা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।

### বিবরণঃ

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, মানিকগঞ্জ এর ২০১৮-২০১৯ আর্থিক সালে ভূমি অধিগ্রহণে প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ ৬৬,৯৯,৯৭২.০০ টাকা পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- ২০ একর জমি ভূমি হুকুম দখলের জন্য জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ এর অনুকূলে চেক নম্বর-খ-৭০১৬৭৪, তারিখ-০৪-০৪-২০১৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২৫,৬২,৭৫,০০০.০০ টাকা এবং চেক নং-হ-৬৩৮১১৪, তারিখ-২৬-০৬-২০১৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৮,৫৪,২৩,৫৭৩.০০ টাকা, সর্বমোট ৩৪,১৬,৯৮,৫৭৩.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। উক্ত টাকার প্রাক্কলনে দেখা যায় যে, প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ ২% হারে ৬৬,৯৯,৯৭২.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা জেলা প্রশাসক প্রাপ্য নয়।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর-২৮১, তারিখ-২৫-০১-২০১৭ খ্রিঃ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের অনুকূলে আনুষঙ্গিক খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয় বিধায় ভূমি হুকুম দখল (এলএ) মামলার জন্য কোন প্রকার প্রশাসনিক ব্যয়/আনুষঙ্গিক চার্জ প্রাপ্য নয়। ফলে উক্ত অর্থ আদায়যোগ্য।
- উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকল্প পরিচালকের নাম পরিশিষ্ট ১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

### অনিয়মের কারণঃ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর-২৮১, তারিখ-২৫-০১-২০১৭ খ্রিঃ এর লঙ্ঘন।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে কথা বলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- বিষয়টি ২৭-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে জারির পর এমনকি ২৭-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

### নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- উল্লিখিত বিষয়ে নিরীক্ষিত অফিসের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ভূমি অধিগ্রহণে জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জকে আনুষঙ্গিক ব্যয় পরিশোধ করা হয়েছে, যা আদায়যোগ্য।

### নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আর্থিক ক্ষতির সাথে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- অধিকন্তু ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

২৪-০৮-২০২২

মহাপরিচালক

স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর

কাজী কাহমিদা হক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

তারিখঃ ০৯-০৫-১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২৪-০৮-২০২২ খ্রিষ্টাব্দ